ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 108 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১০৮ ● কলকাতা ● ০৮ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● বুধবার ● ২২ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কলম থামাতে খুনের ছক!

২২ বছর ধরে হুমকির মুখে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

নিজস্ব সংবাদদাতা:

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ যখন ভয় দেখিয়ে চুপ করানোর চেষ্টা হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে—কোথায় নিরাপত্তা? দক্ষিণ ২৪ পরগনার হেদিয়া গ্রামে সেই প্রশ্নই আবার সামনে। সম্পাদক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ঘিরে নতুন করে খুনের ছক কষার অভিযোগ উঠেছে। আর এই অভিযোগ ঘিরেই তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়।

অভিযোগ, নির্বাচন এলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে একাংশ শাসকদলের নেতা ও সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীরা। রাতের অন্ধকারে গোপন বৈঠক ডেকে পরিকল্পনা হয়—কীভাবে সরিয়ে দেওয়া যাবে এই সম্পাদককে। ২০২৬ সালের ভোটের আগে হেদিয়া গ্রামে এমন একাধিক বৈঠক হয়েছে বলেই দাবি স্থানীয়দের। সেখানে প্রকাশ্যেই নাকি বলা হয়েছে—ভোট মিটলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে খুন করা হবে, তার বাড়িঘর লুটপাট করা হবে, জমি দখল নেওয়া হবে।

শুধু খুনের হুমকিই নয়, অভিযোগ আরও ভয়ঙ্কর। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে—সম্পাদকের পরিবারের সদস্যদের বেঁধে মারধর, উলঙ্গ করে হেনস্থা, এমনকি শিরচ্ছেদ করে 'ফুটবল খেলা'র মতো নৃশংস হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের কথাবার্তা ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ভীতি তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এই প্রথম নয়। গত দু'দশকের বেশি সময় ধরে একের পর এক হামলার মুখে পড়েছেন মৃত্যুঞ্জয় সরদার। ২০০৭ সালে প্রথম বড় আকারের হামলার চেষ্টা, ২০১০ সালে পুনরায় প্রাণনাশের চেষ্টা, ২০১৬ সালে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা—প্রতিবারই কোনওমতে বেঁচে ফিরেছেন তিনি। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের সময়ও একই চিত্র দেখা গিয়েছিল। এবার ২০২৬—আবার সেই একই অভিযোগ, একই আতঙ্ক।

প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও। অভিযোগ, এইসব বৈঠকের কোনও সরকারি অনুমতি নেই। তবুও তা অবাধে চলছে। স্থানীয় থানার ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি বলেই দাবি। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সব জেনেও কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না—এমন অভিযোগও উঠেছে।

যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, মৃত্যুঞ্জয় সরদার কোনও রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী নন। তার 'অপরাধ'—সত্য প্রকাশ। আর সেই কারণেই কি বারবার টার্গেট হতে হচ্ছে তাকে? প্রশ্ন তুলছেন অনেকে।

ভয়, হুমকি, আক্রমণের মাঝেও থামেননি তিনি। কলম ধরেছেন বারবার। আইনের উপর আস্থা রেখে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যদি সত্যিই কোনও বড় ঘটনা ঘটে—তাহলে তার দায় কে নেবে? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ভেদিয়া থেকে শুরু করে বৃহত্তর এলাকাজুড়ে।

পর্ব 267

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর যা স্বাভাবিকভাবে হয়, তাই শাশ্বত হয়।

অনেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নামে উপবাস করে। এটাও ভুল। সাধকের খুব বেশীও খাওয়া উচিত নয় আর উপবাসও করা উচিত নয়। মধ্যাবস্থায় থাক। **ক্রমশঃ**

ফালাকাটার কাদম্বিনী চা-বাগানে খাঁচাবন্দি চিতা,স্বস্তিতে শ্রমিক মহল

হরেকৃষ্ণ মন্ডল, ফালাকাটা

আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের কাদম্বিনী চা-বাগানে টানা সতেরো দিনের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতা বাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ঘটনায় চা-বাগানের শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তির আবহ ফিরে এসেছে।

গত ৬ এপ্রিল বাগানে কাজ করার সময় আচমকাই চিতার আক্রমণে গুরুতর জখম হন এক মহিলা শ্রমিক, রাখি ওরাওঁ। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিকদের দৈনন্দিন কাজ ব্যাহত হয় এবং বাগানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে ১৫ এপ্রিল, যখন একই এলাকায় চিতার দুটি শাবকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।এরপরই বন দপ্তর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের উদ্যোগে বাগানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে খাঁচা পেতে রাখা হয় এবং বনকর্মীরা দিনরাত টহলদারি শুরু করেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রথমদিকে চিতাটিকে ধরা সম্ভব না হওয়ায় আতঙ্ক কাটছিল না।অবশেষে মঙ্গলবার সকালে বন দপ্তরের তৎপরতায় সাফল্য আসে। একটি খাঁচায় ধরা পড়ে প্রায় আট বছর বয়সি একটি মাদি চিতা। পরে তাকে মাদারিহাটে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পর চিতাটিকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নিরাপদ পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে। চিতাটি ধরা পড়ায় শ্রমিকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। তাঁদের মতে, ভোটের আগে চিতার আতঙ্কে যাতায়াত নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে।

শওকত জিতলে ভাঙড় ধ্বংস হবে', তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার আবেদন ত্বহার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে গিয়ে বলেছিলেন, শওকতকে জেতান, তার জন্য ভাঙড়বাসী যা চাইবেন তাই দেবেন। এবার সেই তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লাকে 'জঙ্গি' তকমা ত্বহা সিদ্দিকীর। ত্বহা বলেন, "শওকত একটা জঙ্গি,সমাজবিরোধী,তোলাবাজ,ওর সার্টিফিকেট স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন বোমা মারা মাল।"তিনি বলেন, "শওকত ভাঙড়ে কোটি-কোটি টাকা খরচ করে এবারে ভোটে জেতার চেষ্টা করছেন। এমনকী, বিজেপির প্রার্থীকেও কেনার চেষ্টা করছে। তবে ভাঙড়-ক্যানিংয়ের মানুষ শপথ করেছে ভোটের মাধ্যমে শওকতকে কবর

দেবে।"

বস্তুত, এর আগে ত্বহার নিশানয় ছিলেন স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, শওকত মোল্লা এবার তৃণমূলে টিকিট পাওয়ার পর কাসেম সিদ্দিকীর বিরুদ্ধেও বার বার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন ত্বহা। যদিও স্নেহাশীষ চক্রবর্তী এবং কাসেম সিদ্দিকী ত্বহার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিক্রিয়া দেবেন না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।তিনি আরও বলেন, "আমি এই সরকারের বিরোধী নই, শওকত বিরোধী।

এরপর ৩ পাতায়

প্রথম দফা ভোটের আগে ভয়াবহ পরিস্থিতি রাজ্যের জেলায় জেলায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রচারের শেষ দিন। কিন্তু প্রচারের শেষদিনেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি দাঁতন-দুর্গাপুর-সহ বাংলার একাধিক জায়গায়। যদিও পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায়, সেজন্য কড়া হাতে পরিস্থিতি সামলাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ।অপরদিকে, ভোটের মুখে এদিন উত্তপ্ত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা এলাকা। মূলত ISF প্রার্থী আরাবুল ইসলামের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এরপরেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় জীবনতলা জুড়ে। ঘটনার পরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জীবনতলার এই ঘটনার ক্ষেত্রেও কাঠগড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ তুলেছেন খোদ ক্যানিং পূর্বের ISF প্রার্থী। তবে অশান্তি এখানেই শেষ নয়, আরও অভিযোগ উঠে এসেছে। আহত দলীয় কর্মীদের দেখতে গিয়ে হামলার মুখে আরাবুল। যদিও হামলার ওই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে রাজ্যের শাসক দল।

প্রচারের শেষ দিনে দাঁতনে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনায় বিজেপি প্রার্থী আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দাঁতনে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে হামলা ও গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছে। বিজেপির মিছিলে হামলার অভিযোগ ওঠে। মুহূর্তেই

এরপর ৪ পাতায়

(২ পাতার পর)

শওকত জিতলে ভাঙড় ধ্বংস হবে', তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার আবেদন ত্বহার

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কষ্ট, পরিশ্রম কেউ না জানলেও আমি জানি। মেহনত করে কষ্ট করে এই বাংলার মাটি সুন্দর করে তুলেছেন,সুন্দর বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু এই বাগানে শওকতের মত কিছু কিট, শওকত এর মত অমানুষ টিকিট পেয়েছেন। এটা বাংলার মানুষ মেনে নেবে না।"

তাঁর এও বক্তব্য, অনেককেই এবার তৃণমূল উপরে ফেলেছে। বলেন, "এবারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকেই ছেঁটে ফেলে দিয়েছেন তাতে বাংলার মানুষ খুশি তবে দু পাঁচটা এখনো আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই বলুন শওকত তাঁর একটা হাত। কিন্তু ভাঙর, ক্যানিং এর মানুষ সব মেনে নেবে শওকতকে মেনে নেবে না।

শওকত যদি এবারে যেতে ভাঙর ক্যানিং ধ্বংস করে দেবে। মা বোনদের ইজ্জত থাকবে না।"

কলিন্স লেনে মিটিং করার অনুমতি না পেয়ে চা খেয়ে জনসংযোগ সারলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে কলিন্স লেনে মিটিং করার বৈধ অনুমতি না মেলায় চা খেয়ে জনসংযোগ সারলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মিটিং করার বৈধ অনুমতি না পাওয়ায় কাঠগড়ায় রিটার্নিং অফিসার। অপরদিকে সিইও মনোজ আগারওয়াল দাবি করেছেন, কলিন্স লেনে বৈঠক করার জন্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে অনলাইনে কোন আবেদন জানানো হয়নি।সেখানে সাধারণ ভোটারদের তিনি মহিলা বিলের বিরোধিতা কেন তৃণমূল করেছে মূল্যবৃদ্ধি কর্মসংস্থান এইসব বিষয় নিয়ে বিজেপি সরকারের যে সকল নেগেটিভ দিক আছে সেগুলি তুলে ধরেছিলেন। মমতা দাবি করেছিলেন সারা বছর তিনি তার কেন্দ্রের ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। বিভিন্ন উৎসবে তাদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। মঙ্গলবার হলদিয়ার সভা থেকে বন্দরের টাকা কোথায় যাচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রে থাকা মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বড়বাজারের জনসভা সেরে ভবানীপুরের কলিন্স লেনে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে পৌঁছে উপস্থিত নেতা কর্মীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন তিনি। ভোটারদের সঙ্গে ও জনসংযোগ সারেন। তারপর কর্মীদের মাঝে চেয়ার নিয়ে বসে চা খান তৃণমূল নেত্রী।উপস্থিত মহিলা কর্মীরা আবেগ ঘন হয়ে নেত্রীকে বলেন, "আমাদের জীবন চলে যাবে কিন্তু আমরা আপনার সাথেই থাকবো"।

মঙ্গলবার দিনভর একের পর এক নির্বাচনী জনসভা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মধ্য কলকাতা জোড়াসাঁকো সংলগ্ন সত্য নারায়ণ পার্ক এলাকায় পৌঁছন, তখন তিনি জানতে পারেন তাঁকে কলিন্স লেনে মিটিং করার অনুমতি দেওয়া হয়নি পুলিশের পক্ষ থেকে। এরপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে মিটিং করার অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। অথচ ওই এলাকায় আজকে অন্য কোন রাজনৈতিক সভা ও ছিল না। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে যান। চেয়ারে বেশ কিছুক্ষণ বসেন। তারপর চা পান করেন। জোড়াসাঁকোর সভাতেই তিনি বলেছিলেন, তিনি যাবেন ।চা নিয়ে যাবেন। সেখানে চা খাবেন। তিনি সেখানে বসবেন। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে সময় কাটিয়ে সকলের সাথে কথা বলে হাতজোড় করে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত,গত সোমবার ভবানীপুর কেন্দ্রে বিভিন্ন আবাসনে গিয়ে তিনি ঘরোয়া বৈঠক করেছিলেন। ভোটারদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তাদের কথা শুনেছিলেন এবং তাঁকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তার সঙ্গে সেদিন ছিলেন ভবানীপুর কেন্দ্রের তৃণমূলের পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত সোমবার ভবানীপুর বিধানসভার কেন্দ্রের অধীনে গঙ্গা – যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট সহ আটটি আবাসনে সরাসরি হাজির হয়েছিলেন।

অমিত শাহকে নিয়ে বড় অভিযোগ তৃণমূলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অমিত শাহ এসেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে 'এই দিদি', 'ওই দিদি' বলে সম্বোধন করছেন কোন স্পর্ধায়? তাঁদের দাবি, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের তিনবারের নির্বাচিত এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে "এই দিদি" বলে সম্বোধন করেছেন। এই ভাষা, তৃণমূলের মতে, তাঁর অপরাধীসুলভ মানসিকতারই প্রতিফলন।বাংলায় এসে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেত্রীকে এভাবে সম্বোধন করা যাবে না। কান খুলে শুনুন-এই বাংলা এর উপযুক্ত জবাব দেবে, বাংলার মহিলারা জবাব দেবে। এই সংস্কৃতি বাংলার সংস্কৃতি নয়। বাংলার ঐতিহ্যকে বুঝতে শিখুন। মহিলাদের কীভাবে সম্মান করতে হয়, সেটা শিখতে হবে। বারবার একই ধরনের ভুল করা হচ্ছে। এর উপযুক্ত জবাব গণতান্ত্রিক পথেই দেবে বাংলার মানুষ।"দাবি করা হয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে যখন এমন একজন ব্যক্তি থাকেন, তখন তার আচরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারী বিদ্বেষ, পিতৃতন্ত্র ও চৌভিনিজম। এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ভুল নয়, বরং একটি জীবনযাত্রা-যা শাসক দলের শীর্ষস্তর থেকে নিচ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। আরও বলা হয়েছে, এই ধরণের ভাষার

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

নাগরিকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু রাজ্যপালের

সুষ্ঠু ও ভয়মুক্ত পরিবেশে বিধানসভা নির্বাচন নিশ্চিত করতে ২৪x৭ হেল্পলাইন নম্বর পরিষেবা চালু করল পশ্চিমবঙ্গের লোকভবন। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ভোটের আবহে রাজ্যের সাধারণ নাগরিকদের সরাসরি সাহায্য পৌঁছে দিতে এই পরিষেবা চালু করলেন রাজ্যপাল আরএন রবি।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা রুখতে রাজভবনে পিসরুম বা শান্তিকক্ষ চালু করেছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ পোস। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়েও এই পরিষেবা চালু ছিল। এবার সেই পথেই হাঁটলেন আরএ রবি।প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকজন জনপ্রতিনিধি রাজ্যপালের কাছে নির্বাচনের আগে ও পরে রাজ্যে হওয়া হিংসা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এর আগে রাজ্যের একাধিক নির্বাচনে কীভাবে তাঁরা হিংসার শিকার হয়েছেন তা রাজ্যপালকে জানিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবার বা প্রিয়জনকে খুনও করা হয়েছে। পাশাপাশি ভোটারদের জোর করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদ করলে হেনস্তার শিকারও হতে হয়েছে। এর আগের নির্বাচনগুলিতে রাজ্য এরকম ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। তাই এবার বাংলায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সংঘটিত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনকে সহযোগিতা করছে রাজ্য পুলিশ। এই আবহে নাগরিকদের সহযোগিতা করতে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করল লোকভবন। এই নম্বর ২৪x৭ চালু থাকবে। প্রত্যেক ভোটার যাতে অবাধে ও নির্ভয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতেই এই পরিষেবা চালু করা হচ্ছে।

এই হেল্পলাইন নম্বরের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রত্যেকটি অভিযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রেখে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষকে গণতন্ত্রের এই উৎসবে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়ে ভোটদান করতে উৎসাহিত করেছেন রাজ্যপাল।

এই বিজ্ঞপ্তিতে ৯টি হেল্পলাইন নম্বর ও একটি ইমেল আইডি দেওয়া হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল, ০৩৩-২২০০ ১০২২, ০৩৩-২২০০ ১০২৩, ০৩৩-২২০০ ১০২৫, ০৩৩-২২০০ ১০২৬, ০৩৩-২২০০ ১০২৭, ০৩৩-২২০০ ১০২৮, ০৩৩-২২০০ ১০২৯, ০৩৩-২২০০ ১০৩২, ০৩৩-২২০০ ১০৩৬। ইমেল- lokbhavanbengal helpline@gmail.com

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

দেয়া হয়েছে 'দৈত্য' শব্দ থেকে । এ থেকে দৈত্যদের অবস্থান যে একসময় ছিল তার প্রমাণ মেলে । ব্রহ্মার আরেক পুত্র অত্রি থেকে সোম বা চন্দ্র হয় । চন্দ্রের পুত্র বুদ্ধের পুত্র ছিল পুরুরভ ।এভাবে বংশানুক্রমে আয়ু নহুম এবং পরে যথাতির জন্ম হয় । যথাতির পাঁচ সন্তান ছিল । 'যদু' থেকে বেড়ে উঠে যদুবংশ যেখানে কৃষ্ণ বলরাম আবির্ভূত হয় এবং পুরু থেকে বেড়ে উঠে পুরুবংশ (যে বংশে কৌরব এবং পান্ডবরা জন্মেছিল) যারা হল ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন, যুদিষ্টির, ভীম, দূর্যোধন এবং মহারাজ পরিক্ষিত জন্ম নেয় । পুরু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

প্রথম দফা ভোটের আগে ভয়াবহ পরিস্থিতি রাজ্যের জেলায় জেলায়

পরপর বাইকে আগুন লাগানো হয় বলে অভিযোগ। এরপরে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মোহনপুর থানার সামনে অবরোধ করে ও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। মূলত বিজেপি প্রার্থী অজিতকুমার জানার সমর্থনে বাইক মিছিলে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের। যদিও বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা হামলার অভিযোগ তৃণমূলেরও।

এদিকে ভোটের ১ দিন আগে উত্তেজনা দেখা গিয়েছে দুর্গাপুরেও। এদিন ছিল বিধানসভা ভোটের আগে প্রচারের শেষ দিন। স্বাভাবিকভাবেই জাঁকজকম করে শুরু হয়েছিল বিজেপির মিছিল। কিন্তু আচমকাই বিজেপির মিছিলে হামলা চলে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মিছিল থেকে জয় বাংলা স্লোগান এবং এর পাল্টা জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়া হয়। আর এরপরেই দুর্গাপুরের ওই এলাকায় দেখতে না দেখতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এরপরেই দুপক্ষের বচসা থেকে হাতাহাতির আকার নেয়। এরপরেই খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দৌ০এর কন্যা সকলের পূজনীয় ঊষাকে, হে মহান ইন্দ্র, তুমি সম্যকভাবে পিষ্ট করিয়াছিলে।।
বৃষ (ইন্দ্র) যখন ভীতাকে (ঊষাকে) শিশ্নপ্রয়োগ করিতেছিলেন তখন তিনি ঊষা সংপিষ্ট শকটের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন।।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চান, তাহলে বিজেপিকে ভোট দিন : শমীক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থেই ছাব্বিশের নির্বাচনে প্রত্যেক বাম সমর্থককে বিজেপির হয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার যাদবপুরের সুলেখা মোড়ে যাদবপুরের বিজেপি প্রার্থী শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করেন তিনি। প্রসঙ্গত, এই কেন্দ্র থেকেই বামেদের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।প্রসঙ্গত, ১৯৮৭ সালে কাশীপুর থেকে যাদবপুরে এসে জয়ী হয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে এই কেন্দ্রটি তাঁর অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ঘাটিতে পরিণত হয়। দীর্ঘ ২৪ বছর তিনি এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন এবং মন্ত্রী হিসেবে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ সামলেছেন। রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়ায় ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মণীশ গুপ্তের কাছে তিনি এই কেন্দ্রে পরাজিত হন, যা ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম বড় ধাক্কা।এদিন মঞ্চে বক্তৃতা করতে উঠে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "প্রত্যেক বামপন্থী মানুষের কাছে আহবান করছি, যদি আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চান তবে বিজেপিকে সরাসরি ভোট দিন।" বিজেপির রাজ্য সভাপতির দাবি, "এই নির্বাচনে বিজেপি আর তৃণমূল ছাড়া অন্য সব দল দর্শক। এই বাইনারি ২০১৯ সাল থেকে তৈরি হয়েছে। বাকিরা রাজনৈতিক ধারাভাষ্য দিন।"

এদিনের মঞ্চ থেকে সিঙ্গুরের ইতিহাসও তুলে ধরেন শমীক। বলেন, "২০১১-এর ভোটের সময় কেউ বুঝতে পারেনি সিপিএম হারতে চলেছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ল্যাটারাল এন্ট্রি নেওয়া একজন জিতলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ঘৃণ্য রাজনীতি শুরু করলেন মমতা ব্যানার্জি।"

রাজ্যে শিল্প আনা প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতির কটাক্ষ, "প্রতি বছর বিজিবিএস করছেন সেখানে এখানকার শিল্পপতিরা এসে বলছেন শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। আর সব শিল্প এখান থেকে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেছে। সিঙ্গুরে মমতা ব্যানার্জি সর্ষে গাছ পুঁতে এলেন। আর সর্ষে ফুল দেখতে পেলেন না মানুষ।"

ভারত ও ভুটান শুল্ক সংক্রান্ত সপ্তম যৌথ গোষ্ঠীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল কেরলমের মুন্নারে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত ও ভুটান শুল্ক সংক্রান্ত সপ্তম যৌথ গোষ্ঠীর সম্মেলন কেরলমের মুন্নারে অনুষ্ঠিত হয় ২০ থেকে ২১ এপ্রিল। এই বৈঠকে যৌথ পৌরোহিত্য করেন ভারত সরকারের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস – এর বিশেষ সচিব ও (শুল্ক) সদস্য শ্রী যোগেন্দ্র গর্গ এবং ভুটানের অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব ও শুল্ক দপ্তরের মহাসচিব সোনাম জামতশো।

ভারত ভুটানের বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী। দু'দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। ভুটানের মোট বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশই হয় ভারতে। দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১.৯ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে গেছে, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি।

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে এই যৌথ গোষ্ঠীর বৈঠক শুল্ক সহযোগিতা, বাণিজ্য প্রসার, সীমা ব্যবস্থাপনা সহ বিবিধ বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে প্রতিফলিত। ভারত – ভুটান ভৌগোলিকভাবে স্থলবেষ্টিত হওয়ায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থল শুল্ক স্টেশনগুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে ১০টি প্রজ্ঞাপিত স্থল শুল্ক স্টেশন ভারত – ভুটান সীমান্তে রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি পশ্চিমবঙ্গে এবং ৪টি আসামে। বৈঠকে উভয় পক্ষ অগ্রাধিকারের নানা দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে – সমন্বিত সীমা ব্যবস্থাপনা, পণ্য আমদানী – রপ্তানীর পূর্বে শুল্ক পরিসংখ্যান বিনিময় নিয়ে সমঝোতাপত্র, চোরাচালান রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া, শুল্ক প্রক্রিয়াকরণকে ডিজিটাইজেশন করা, পণ্য চলাচলকে ইলেক্ট্রনিক কার্গো ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতায় আনা প্রভৃতি।

ভুটানের প্রতিনিধিদল কোচি বন্দরটি পরিদর্শন করেন। এই প্রতিনিধিদলকে কন্টেনার হ্যান্ডেল, জাহাজ নোঙর সহ আমদানী – রপ্তানীর প্রক্রিয়াগত দিকগুলি দেখানো হয়। সামুদ্রিক নজরদারি, সন্দেহজনক জাহাজ চিহ্নিতকরণ, স্যাটেলাইট ফোন, অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেমের ব্যবহারের মাধ্যমে সন্দেহজনক পণ্য চিহ্নিতকরণের বিষয়টিরও উল্লেখ করা হয়।

উভয় পক্ষের সদর্থক আলোচনার মাধ্যমে বৈঠক সম্পূর্ণ হয়েছে। ব্যবসা,বাণিজ্য এবং পরিবহন–এই কাঠামোয় শুল্ক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করা, নিরবচ্ছিন্ন আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য প্রসার এবং দক্ষ সীমা ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা নিয়ে উভয় পক্ষই অভিন্ন দায়বদ্ধতা দেখিয়েছে।

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস ২০২৬: প্রতিপাদ্য 'আমাদের শক্তি, আমাদের গ্রহ'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লির ন্যাশনাল সায়েন্স সেন্টার শিক্ষার্থী এবং বিজ্ঞান অনুরাগীদের আজ বুধবার, ২২ এপ্রিল 'বিশ্ব ধরিত্রী দিবস ২০২৬' উদযাপনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য - আমাদের শক্তি, আমাদের গ্রহ। আমাদের পরিবেশকে রক্ষা ও সংরক্ষণে সম্মিলিত দায়িত্বের উপর যা গুরুত্ব আরোপ করে।

এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে - জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতা। অ্যান্টার্কটিকা অনুসন্ধান: শ্বেত মহাদেশের পথে এক যাত্রা – নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করবেন ইসরো'র মহাকাশ বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ সেনগুপ্ত। এই বক্তৃতায় বরফাচ্ছাদিত এই মহাদেশের বৈজ্ঞানিক রহস্যগুলির উপর আলোকপাত করা হবে।

এরপর একটি ওপেন কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। তরুণ প্রতিযোগীদের পরিবেশ বিজ্ঞান এবং পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত জ্ঞান পরখ করতেই এর আয়োজন।

শিক্ষার্থীদের দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি, আমাদের এই গ্রহকে রক্ষা করতে বিজ্ঞানের যে অপরিহার্য ভূমিকা,সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানের বিস্তারিত:

তারিখ: ২২ এপ্রিল, ২০২৬| সময়: সকাল ১০:০০টা থেকে শুরু।

স্থান: ন্যাশনাল সায়েন্স সেন্টার, প্রগতি ময়দান, নতুন দিল্লি| যোগাযোগ: দীনেশ মালিক, শিক্ষা আধিকারিক| মোবাইল: +91 98996 52233

আত্মনির্ভর ভারত: ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাইনফিল্ড ভেদ করার ক্ষমতা বাড়াতে টি-৭২/টি-৯০ ট্যাঙ্কের জন্য ট্রল অ্যাসেম্বলি বাবদ ৯৭৫ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-৭২/টি-৯০ ট্যাঙ্কের জন্য ট্রল অ্যাসেম্বলি কিনতে ভারত আর্থ মুভার্স লিমিটেড এবং ইলেক্ট্রো নিউম্যাটিক্স অ্যান্ড হাইড্রলিক্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে প্রায় ৯৭৫ কোটি টাকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী রাজেশ কুমার সিং-এর উপস্থিতিতে আজ নতুন দিল্লিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রতিরক্ষা গবেষণা উন্নয়ন সংস্থা- ডিআরডিও-র তৈরি ট্রল অ্যাসেম্বলি, টি-৭২/টি-৯০ ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। এর মাধ্যমে মাইন ফিল্ডের মধ্যে যানবাহন চলাচলের নিরাপদ পথ তৈরি করা সম্ভব হবে, এতে সেনাবাহিনীর অভিযানগত সক্ষমতা বাড়বে।

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত এই উপকরণ কেনার ফলে একদিকে যেমন ভারতের প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ ঘটবে, তেমনি আত্মনির্ভর ভারতের পতাকাবাহী দেশীয় শিল্পক্ষেত্র শক্তিশালী হবে। এর যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য এমএসএমই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

(৩ পাতার পর)

অমিত শাহকে নিয়ে বড় অভিযোগ তৃণমূলের

সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। "দিদি ও দিদি" বলে সম্বোধনের পর এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও একই ধারা অনুসরণ করছেন "এই দিদি" বলে।

একজন সাংবিধানিক পদে থাকা, কোটি মানুষের ভোটে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে যদি এভাবে সম্বোধন করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের মা, বোন বা মেয়েদের প্রতি তাঁদের মনোভাব কেমন হতে পারে- সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয়েছে- এই নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক নয়, এটি সম্মান বনাম অসম্মানের লড়াই। প্রতিটি ভোট হওয়া উচিত এই অপমান, এই অবজ্ঞা এবং নারী-বিরোধী মানসিকতার বিরুদ্ধে।শেষে বলা হয়েছে, "বাংলার নিজের মেয়ে"-কে এভাবে সম্বোধন মেনে নেওয়া হবে না এবং এই ঘটনার কথা বাংলা ভুলবে না।

পাশাপাশি All India Trinamool Congress-এর পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠকে সরব হন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে 'এই দিদি' বলে সম্বোধন করেছেন। এটা কোনও ভদ্র বা গ্রহণযোগ্য ভাষা নয়। প্রধানমন্ত্রী আগে 'ও দিদি ও দিদি' বলে যে রাস্তাটা দেখিয়েছেন, এখন সেটাই অনুসরণ করা হচ্ছে। বারবার পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এতে কোনও লাভ হবে না। মানুষ বুঝে গিয়েছে, মহিলাদের প্রতি আপনাদের সম্মান কতটা।

সিভিল সার্ভিসেস ডে-তে জনপরিষেবার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সিভিল সার্ভিসেস ডে-তে জনপরিষেবার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের শুভেচ্ছা জানালেন। তিনি বলেছেন, এই দিনটি সুপ্রশাসন এবং দেশ গঠনের কাজে অঙ্গীকার আরও জোরদার করার লগ্ন। তৃণমূল স্তর থেকে নীতি প্রণয়ন- আমাদের সরকারি আধিকারিকদের কর্মকাণ্ড অগণিত মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে থাকে এবং দেশের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রাখে। জনপরিষেবার কাজে এই আধিকারিকরা আরও দক্ষতা, উদ্ভাবনা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে এগিয়ে চলুন- এমনটাই চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এক্স পোস্টে তিনি এই মর্মে বার্তা দিয়েছেন।

সিনেমার খবর

আমিরের প্রথম প্রেম কে? যার সঙ্গে বিচ্ছেদ যাতনায় প্রতি রাতে ১ বোতল মদ খেতেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের 'মিস্টার পারফেক্টশনিস্ট' আমির খান ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই সোজাসাপ্টা। প্রথম স্ত্রী রিনা দত্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ, এরপর কিরণ রাওয়ের সঙ্গে সংসার এবং পরে সেই সম্পর্কের ইতি—সবকিছু নিয়েই তিনি ভক্তদের কাছে খোলামেলা। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমির জানিয়েছেন তার জীবনের এক অন্ধকার অধ্যায়ের কথা। অভিনেতা জানান, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি মদে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

বরুণ দাসের সঙ্গে 'ডুওলগ' অনুষ্ঠানে আমির খান জানান, এক সময় তিনি মদ স্পর্শও করতেন না। অভিনেতা বলেন, রিনার সঙ্গে ডিভোর্সের আগে পর্যন্ত আমি পুরোপুরি মদ্যপানমুক্ত ছিলাম। কিন্তু যেদিন রিনা সন্তানদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল এবং আমি একদম একা হয়ে পড়লাম, সেই মুহূর্তের আবেগগুলো আমি সামলাতে পারছিলাম না।

আমির আরও জানান, শুটিংয়ের প্রয়োজনে দু-একবার মদ্যপান করলেও ব্যক্তিগত জীবনে এর কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু একাকিত্বের সেই কঠিন সময়ে তিনি নিজেকে সামলাতে না পেরে সুরাকেই সঙ্গী করে নেন। পরিস্থিতির অবনতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, অভিনেতা প্রতি রাতে প্রায় এক বোতল করে মদ শেষ করতেন।

নিজের জীবনের এই দুর্বলতাগুলো ভক্তদের সামনে তুলে ধরতে কখনোই দ্বিধা করেননি আমির। রিনা দত্ত ও কিরণ রাওয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেও তাদের সাথে এখনও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন তিনি। বর্তমানে নিজের কাজ এবং পরিবারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও নতুন ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করছেন এই মহাতারকা।

আমিরের এই স্বীকারোক্তি আবারও প্রমাণ করল যে, রুপালি পর্দার সফল তারকাদেরও সাধারণ মানুষের মতোই কঠিন মানসিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

শ্রীলীলার যে মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির 'পুষ্পা'খ্যাত অভিনেত্রী শ্রীলীলা সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ঋতুস্রাব নিয়ে মন্তব্য করে বিপাকে পড়েছেন। সম্প্রতি অভিনেত্রীর সিনেমা 'উস্তাদ ভগৎ সিংহ' মুক্তি পেয়েছে। সেই সিনেমার সাফল্য উদযাপনের অনুষ্ঠানে এসে 'কাজের জায়গায় ঋতুস্রাব কোনো অজুহাত হতে পারে না' বলে এমন মন্তব্য করে সমালোচিত হন তিনি। অনেকেই মনে করছেন, শ্রীলীলার মন্তব্যের নিশানায় 'ধুরন্ধর'খ্যাত অভিনেত্রী আয়েশা খান।

শ্রীলীলা বলেন, সব কটি গানে আমি প্রশংসা পেয়েছি। এই গানগুলোর শুটিং হয়েছিল যখন, সেই সময় আমার ঋতুস্রাব চলছিল। তাই এটা কোনো অজুহাত হতেই পারে না। তিনি বলেন, আমরা নারীরা নিজেদের ক্ষমতা চাই। আমরা সমানাধিকার চাই। শারীরিক বাধাগুলোও তাই পার করতে হবে। শারীরিক ও মানসিক কোনো বিষয়ই অজুহাত হতে পারে না। এই মন্তব্য ছড়িয়ে পড়তেই কটাক্ষের মুখে পড়েন শ্রীলীলা।

অভিনয়ের পাশাপাশি অভিনেত্রী পেশায় একজন চিকিৎসক। তাই তার দিকে নিন্দুকদের কটাক্ষ— কীভাবে একজন নারী চিকিৎসক হয়েও এ মন্তব্য করতে পারেন আপনি? ঋতুস্রাবের সময়ে আপনি সবল থাকেন মানে, সবাই থাকেন—এটা কীভাবে ভাবলেন?

এর আগে ঋতুস্রাব নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন অভিনেত্রী আয়েশা খান। তাকে 'ধুরন্ধর' সিনেমায় 'শরারত' গানে নাচতে দেখা গিয়েছিল। এক অনুষ্ঠানে আয়েশা জানিয়েছিলেন, ওই গানের শুটিংয়ের সময়ে তার ঋতুস্রাব চলছিল। অভিনেত্রী বলেন, প্রচণ্ড চাপ ছিল সেই দিন। আমার সারা শরীরের হাড়ে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। ঋতুস্রাবের জন্য আমার শরীরে বাড়তি ক্লান্তি ছিল। সেই সঙ্গে মেজাজও খুব একটা নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তাই কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিলাম। আয়েশাকে খোঁচা দিতেই শ্রীলীলা এমন মন্তব্য করেছেন বলেও দাবি করেন অনেকেই।

রণবীরের সাফল্য নিয়ে সমালোচকদের যা বললেন দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংয়ের নতুন সিনেমা 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' মুক্তির তিন সপ্তাহ পরও বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে। একের পর এক নতুন রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে সিনেমাটি। যখন এক হাজার কোটির ক্লাবে প্রবেশ করছে, ঠিক তখনই আলোচনায় উঠে এসেছে রণবীরের স্ত্রী অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের 'নীরবতা'। এ সিনেমাটির সাফল্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কোনো পোস্ট না করায় নেটিজেনদের একাংশ তাকে নিয়ে কড়া সমালোচনা ও ট্রল করছেন।

ভাইরাল হওয়া সেই পোস্টে দাবি করা হয়েছে— অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ইচ্ছা করেই সিনেমার প্রিমিয়ার এড়িয়ে গেছেন এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। সেই ট্রলের জবাব দিয়েছেন অভিনেত্রী। পোস্টে দীপিকা পাড়ুকোন লিখেছেন— আমি শুধু ইন্টারনেটের এই নাটকগুলো এড়িয়ে চলছি, বন্ধু। তিনি বলেন, আর আমি এই সিনেমা তোমাদের অনেক আগেই দেখে ফেলেছি। এখন বলো— মজাটা কার সঙ্গে হলো? অভিনেত্রীর এ মন্তব্যে বোঝা যায়, প্রচারের চেয়ে ব্যক্তিগতজীবনেই তিনি এ সাফল্য উপভোগ করছেন।

ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' একের পর এক মাইলফলক স্পর্শ করে চলেছে। মাত্র ১৮ দিনে ভারতে এক হাজার কোটি রুপি আয় করে এটি 'পুষ্পা ২' সিনেমার পর দ্বিতীয় দ্রুততম আয়কারী ছবির তকমা পেয়েছে। এমনকি 'বাহুবলী ২' সিনেমার মতো কালজয়ী ছবির রেকর্ডকেও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে রণবীর সিংয়ের এই ব্লকবাস্টার হিট সিনেমা।

গত বছর 'ধুরন্ধর' সিনেমার প্রথম কিস্তি মুক্তির সময় দীপিকা পাড়ুকোন সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করে রণবীর ও পুরো টিমের প্রশংসা করেছিলেন। তবে এবার তিনি অনলাইনের চেয়ে অফলাইনেই বেশি সময় কাটাচ্ছেন।

সম্প্রতি দীপিকাকে রণবীর সিংয়ের বাবার সঙ্গে ডিনার ডেটে এবং মুম্বাইয়ের বিখ্যাত ক্যাফেতে সময় কাটাতে দেখা গেছে। রণবীর সিং ছাড়াও সেই সিনেমা অভিনয় করেছেন আর মাধবন, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল প্রমুখ।

গোটা টিম একশোয় বান্ডিল, তবু ম্যাচ হেরে বোলারদের খুঁত ধরলেন শুভমান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০০ রানের লক্ষ্য। জবাবে ১০০-তেই গুটিয়ে গেল পুরো দল। তবু হারের পর ব্যাটিং নয়, বোলিং নিয়ে প্রশ্ন তুললেন গুজরাত টাইনটানসের অধিনায়ক শুভমান গিল (Shubman Gill)। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে পরাজয় শেষে ম্যাচ বিশ্লেষণে বোলারদের নিশানা করলেন (IPL 2026)।

মিডল ওভারেই ম্যাচ হাতছাড়া

প্রথমে ব্যাট করে মুম্বই তোলে ১৯৯। শুরুতে উইকেট পড়লেও ইনিংসের মাঝের দিকে খেলার মোড় ঘুরে যায়। গিলের মতে, এই অংশে বেশি রান দিয়ে ফেলেছে তাঁর দল। ধীর গতির উইকেটে ১৬০-১৭০-এর মধ্যে প্রতিপক্ষকে আটকে রাখা যেত। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন, 'বোলাররা ঠিক জায়গায় বল ফেলতে পারেনি। একই লেংথ ধরে

রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে চাপ তৈরি করা সম্ভব হয়নি!'

টপ অর্ডার ভেঙে পড়া

২০০ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরুতে ধাক্কা খায় গুজরাত। প্রথম দিকে নিয়মিত উইকেট পড়তে থাকে। ৬ ওভার শেষে স্কোর দাঁড়ায় ৪৫/৩। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি দল। নিয়মিত উইকেট পতনের জেরে গুজরাত বাহিনী মাত্র ১০০ রানে অলআউট হয়ে যায়। গতরাতে মুম্বইয়ের বোলিং আক্রমণে একাধিক বোলার সফল। প্রায় প্রত্যেকে চাপ তৈরি করে গুজরাতের ব্যাটিং লাইন আপ ভেঙে দেন। যে কারণে ম্যাচ একতরফা হয়ে যায় (Mumbai Indians)।

পিচ একই, তবু পারফরম্যান্সে ফারাক

হতাশ শুভমানের চোখে, দুই ইনিংসেই পিচ প্রায় একই ছিল। তাঁরা যখন ব্যাট করতে নামেন, তখন শিশির থাকায় ব্যাটিং কিছুটা সহজ হওয়ার কথা। তবু সেই সুবিধা কাজে আসেনি। তাঁর মতে, পরিকল্পনা অনুযায়ী বোলিং না হওয়াই মূল সমস্যা (GT vs MI)।

প্রসঙ্গত, এই পরাজয় গুজরাটের আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানের হার। আগের রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির তৈরি হয়েছে। গিল যদিও একে 'ছোট ধাক্কা' হিসেবে দেখছেন। বরং, ঘুরে দাঁড়াতে আত্মবিশ্বাসী। সামনে অ্যাওয়ে ম্যাচ। সেই লড়াই জিতে আইপিএলে কামব্যাকই আসল লক্ষ্য (Cricket News Bangla)।

নতুন মাইলফলকের সামনে মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের জন্য দলের চূড়ান্ত প্রস্তুতির অংশ হিসেবে লিওনেল মেসি আর্জেন্টিনার হয়ে দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবেন। শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে ৬ জুন টেক্সাসের কলেজ স্টেশনের কাইল ফিল্ডে হন্ডুরাসের বিপক্ষে মাঠে নামবে আলবিসেলেস্তরা।

এক লক্ষ দর্শক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কাইল ফিল্ডে খেলতে নেমে মেসি ক্যারিয়ারে একটি নতুন মাইলফলক স্থাপন করবেন। এর মধ্য দিয়ে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়ামে খেলতে নামছেন তিনি। এতে একটি বিষয় নিশ্চিত যে টেক্সাসের এই স্টেডিয়ামের সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মার্কা কাইল ফিল্ডে ৬ই জুন হন্ডুরাসের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে স্টেডিয়ামের ইতিহাসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ।

প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২৪ সালে, যখন মেক্সিকো বনাম ব্রাজিলের ম্যাচে ৮৫,০০০-এরও বেশি দর্শক সমাগম হয়েছিল। প্রত্যাশা অনুযায়ী এই ম্যাচের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেলে, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ঐ অঞ্চলে ফুটবলে দর্শক উপস্থিতির সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড হতে পারে।

আর্জেন্টিনা আগামী ৯ই জুন আলাবামার অবার্নে অবস্থিত জর্ডান-হেয়ার স্টেডিয়ামে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে তাদের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শেষ করবে। এটি ফুটবলের আরেকটি বিশাল ভেন্যু, যেখানে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা খেলতে নামছেন।

নেইমারের দিকে নজর মেসিদের লিগের এক ক্লাবের

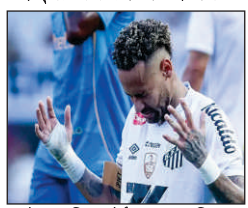

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নেইমার। আপাতদৃষ্টিতে তার বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ, যদিও কার্লো আনচেলত্তি তাকে নিবিড়ভাবে দেখছেন। প্রায় সময় ইনজুরিতে মাঠের বাইরে থাকা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড সান্তোসের হয়ে এই মৌসুমে ৬ ম্যাচ খেলে তিনটি গোল ও তিনটি অ্যাসিস্ট করেছেন। তবে এই ক্লাব শিগগিরই ছাড়তে যাচ্ছেন তিনি।

দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, নেইমার ও তার প্রতিনিধি দল সিনসিন্নাতির সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। চুক্তি হয়ে গেলে সাবেক সতীর্থ ও বন্ধু লিওনেল মেসির মুখোমুখি হবেন তিনি। মেজর লিগ সকারের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ইতোমধ্যে থমাস মুলারকে নিয়ে গেছে। এখন ব্রাজিলিয়ান তারকার দিকে চোখ তাদের।

আপাতত আমেরিকান ক্লাব ও নেইমারের ক্যাম্প আলোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে। কিন্তু তারা বেশ আগ্রহ নিয়ে কথা দলবদলের ব্যাপারে আলাপ করছে। চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ব্যাপারটি যদিও বহুদূর, বিশেষ করে সিনসিন্নাতিতে যেহেতু এখন 'ডেজিগনেটেড খেলোয়াড়ের' জায়গা পূরণ হয়ে গেছে। তাই নেইমারকে পেতে নতুন কোনো বিকল্প খুঁজতে হবে তাদেরকে। ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সান্তোসে চুক্তিবদ্ধ তিনি।

তবে এতটুকু নিশ্চিত যে বিশ্বকাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নেইমারের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানা যাচ্ছে না। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ব্রাজিলের জার্সিতে খেলেননি তিনি। দেশের শীর্ষ গোলদাতা গত দুই সপ্তাহ ধরে মাঠের বাইরে। সম্প্রতি দ্রুত সুস্থতা ফিরে পেতে হাঁটুর অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। সান্তোস কোচ কুকা গত মঙ্গলবার বলেছিলেন, মজুনের বিশ্বকাপে জায়গা পেতে বিশেষ একটি অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে নেইমারকে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR